সাহাবিদের চোখে দুনিয়া

[‘কিতাবুয যুহ্দ’ গ্রন্থের অনুবাদ]

২

মূল (আরবি):

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)

(মৃত্যু ২৪১ হি. / ৮৫৫ খৃ.)

অনুবাদ :

আবদুস সাত্তার আইনী

সম্পাদনা :

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

মাকতাবাতুল বায়ান

Maktabatul Bayan

সাহাবিদের চোখে দুনিয়া

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০১৮

ISBN : 978-984-34-3409-8

প্রথম সংস্করণ
প্রথম মুদ্রণ: রজব ১৪৩৯ হিজরি / মার্চ ২০১৮
তৃতীয় মুদ্রণ: জিলহজ্জ ১৪৩৯ হিজরি / সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রকাশক : ইসমাইল হোসাইন

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম
সিজদাহ.কম

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

মূল্য : ৩১৭ টাকা

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan

Sahabider Chokhe Duniya (The World through the Eyes of followers of Messenger) being a Translation of *Kitāb al-Zuhd* of Imām Ahmad Ibn Hanbal translated into Bangla by Abdus Sattar Aini and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. 1st Edition in 2018.

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা ৬
সম্পাদকীয় ভূমিকা ৯
বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ.... ....১২
আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ১৩
উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ২৩
উসমান ইবনে আফফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ৪৬
আলী বিন আবু তালিব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া. ৫৩
আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া... ....৬০
যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ৭৭
তালহা বিন উবায়দুল্লাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ৭৯
আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... .৮১
ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ৮৭
সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া... ....৯০
আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া. ৯৭
আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ১০৪
আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চোখে দুনিয়া ১১৯
উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চোখে দুনিয়া ১২২
আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১২৩
হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া... ....১৪৪
মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া.... ....১৪৫
আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ১৫৩
সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইমাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া.... .... . ১৫৫
উমাইর বিন হাবিব বিন হামাসা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ১৫৭
আবু মাসউদ আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া.... ....১৬১
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর চোখে দুনিয়া ১৬২
আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর চোখে দুনিয়া.... ....১৬৪

অনুবাদকের কথা

যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতার অর্থ হলো দুনিয়ার লোভ-লালসা ও দৃশ্যমান বস্তুরাশির প্রেম থেকে চিত্তের পবিত্রতা। দুনিয়ার ধ্বংস অনিবার্য, পার্থিব যা-কিছু রয়েছে তার কোনোকিছুরেই স্থায়িত্ব নেই এবং পার্থিবতার মোহ আত্মার প্রশান্তি ও চিত্তের পবিত্রতার জন্য ক্ষতিকর—এটিই দুনিয়াবিমুখতার মৌলিক তাৎপর্য। সুফ্য়ান সাওরি রহ. বলেছেন, যুহ্দের অর্থ হলো দুনিয়াবি আশা-আকাঙ্ক্ষা কম থাকা। যুহ্দ হলো পৃথিবীর আবাসস্থল থেকে আখেরাতের উদ্দেশে আত্মার ভ্রমণ। আল্লাহর ওলি শ্রেণির সকল মানুষের অন্তরই এরূপ ভ্রমণানন্দে সদা উৎফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত। তবে দুনিয়াবিমুখতার অর্থ এটা নয় যে, দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করা এবং সকল মানবীয় সম্পর্ক বর্জন করা।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, যুহ্দ হলো তিন পর্যায়ের : ১. হারাম বস্তু পরিত্যাগ করা, এটা সাধারণ মানুষের যুহ্দ বা পরহেযগারিতা। ২. প্রয়োজনাতিরিক্ত হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা বা জীবনের জন্য যতুটুক দরকার তার চেয়ে বেশি গ্রহণ না করা। এটা হলো বিশেষ ব্যক্তিদের যুহ্দ। ৩. যুহদের আরো উচ্চতর পর্যায় রয়েছে। তা হলো যা-কিছু আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর প্রেমে বিঘ্ন সৃষ্টি তা পরিত্যাগ করা। এটা আরেফ বা আল্লাহর নূর দ্বারা যাদের চিত্ত আলোকিত তাদের বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে বলে না; বরং যা-কিছু মন্দ ও হীন, যা-কিছু আত্মার ও চিত্তের পবিত্রতার জন্য ক্ষতিকর, যা-কিছু আল্লাহর ও বান্দার সম্পর্কের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা পরিত্যাগ করতে বলে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।' [সুরা কাসাস : আয়াত ৭৭] আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' [সুরা আসর : আয়াত ১-৩]

সততা, সচ্চরিতা, অল্পেতুষ্টি, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলই হলো যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতার প্রধান অনুষঙ্গ। ইসলাম দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে কেবল আখেরাতের প্রতি নিবিষ্ট হতে বলে না বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলে। ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যাঁরা আল্লাহকে পেতে দুনিয়াকে বর্জন করেছেন এবং পার্থিব কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের

গুটিয়ে নিয়েছেন তাঁরা নিজেদের জন্য তা আবশ্যক করে নিয়েছেন, শরিয়তের পক্ষ থেকে তাদের ওপর তা আবশ্যক করা হয় নি। যুহ্দের মৌলিক তাৎপর্য হলো সব ধরনের পাপাচার ও সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকা এবং অন্তঃকরণকে ষড়রিপুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা প্রদান করা। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেছেন, 'সে-ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।' [সুরা শাসস : আয়াত ৯-১০] চারিত্রিক সততা ও আত্মিক পবিত্রতা যুহ্দ ও তাকওয়া অর্জনের অন্যতম শর্ত। নিজেকে পাপকাজের সংস্পর্শে রেখে ও সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রেখে যুহ্দ ও তাকওয়া অর্জন সম্ভব নয়।

যুহ্দ অর্জনকারী বা দুনিয়াবিমুখের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে-নেয়ামত দিয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন, কোনোকিছু না-পাওয়ার কারণে আফসোস করবেন না, কষ্ট পাবেন না। আল্লাহ তাআলা ছাড়া তাঁর চিত্ত অন্যকিছুর প্রতি আকৃষ্ট হবে না; আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা তাঁর কাছে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে; তাঁর নিজের কাছে যা রয়েছে তার ওপর তিনি নির্ভরশীল হবেন না। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ইবাদত থেকে যা-কিছু তাঁকে ব্যস্ত করে তোলে তা থেকে তিনি দূরে থাকবেন ও এড়িয়ে চলবেন। তিনিই প্রকৃত যাহেদ যিনি একনিষ্ঠতার সঙ্গে নবীজী সা.-এর সুন্নাহ ও জীবনপথ অবলম্বন করেন। ইবনে রজব হাম্বলি রহ. বলেছেন, আল্লাহর প্রতি, অর্থাৎ, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টিই যুহ্দের মূলকথা। ফুযাইল বিন ইয়াযও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, অল্পেতুষ্টিই হলো দুনিয়াবিমুখতা, এটিই প্রকৃত সচ্ছলতা। [জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম]

যে-বান্দার ঈমান ও বিশ্বাস পরিপূর্ণ তিনি জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখবেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত থাকবেন। তিনি মানুষের সঙ্গে অহেতুক সম্পর্কে ও অকারণ কথাবর্তায় জড়াবেন না এবং সন্দেহপূর্ণ ও অপছন্দনীয় উপায়ে সম্পদ বা জীবিকা উপর্জন করবেন না। ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা ও পদের প্রতি তাঁর লোভ-লালসার ছিটেফোঁটাও থাকবে না। যিনি এ-সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবেন, দুনিয়াতে তিনিই হবেন প্রকৃত যাহেদ বা দুনিয়াবিমুখ। তিনি সবচেয়ে সচ্ছল, যদিও পার্থিব ধন-সম্পদ তাঁর না থাকে।

প্রকৃত যাহেদ বা দুনিয়াবিমুখ কে এমন প্রশ্নের জবাবে ইমাম যুহরি রহ. বলেছেন, হারাম বস্তু ও অর্থ তাঁর ধৈর্যকে পরাভূত করবে না এবং হালাল বস্তুর আধিক্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে তাকে বিরত রাখবে না। অর্থাৎ, হারাম সম্পদ যদি তাঁর পায়ের কাছে বিপুল পরিমাণেও পড়ে থাকে তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন এবং এসব সম্পদ পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবেন। আর যখন হালাল সম্পদ অর্জিত হবে তা আল্লাহর নেয়ামতরূপে গ্রহণ করবেন, উপকারী ও ভালো কাজে ব্যয় করবেন এবং

আল্লাহর প্রতি বিনীত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। [জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম]

সুফয়ান ইবনে উইয়াইনাহ রহ. বলেছেন, যিনি নেয়ামত পেয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করেন তিনি যাহেদ। সুফ্য়ান সাওরি রহ. বলেছেন, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বল্পতাই হলো যুহ্দ; শুকনো খাদ্য গ্রহণ ও আলখাল্লা পরিধানের নাম যুহ্দ নয়। তিনি আরো বলেন, পূর্বসূরিদের দোয়া ছিলো এরূপ : 'হে আল্লাহ, দুনিয়াতে আমাদের যাহেদ বানান এবং সচ্ছলতা দান করুন; দুনিয়াকে আমাদের থেকে গুটিয়ে নিয়ে দুনিয়ার প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করবেন না।'

ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রহ. বলেছেন, যাহেদের বৈশিষ্ট্য হবে এরূপ : 'হে আল্লাহ, আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।' [সুরা ফাতিহা : আয়াত ৪] অর্থাৎ, যাহেদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। তাঁর পোশাকে আড়ম্বর থাকবে না, তার পানাহারে বিলাস থাকবে না; তিনি যেখানেই থাকবেন এবং যে-অবস্থাতেই থাকবেন, সবসময় আল্লাহর নির্দেশ পালন করবেন। যারা সত্য ও সততার ওপর রয়েছে তারা তাঁকে বন্ধু মনে করবে এবং তারা মিথ্যা ও বাতিলপন্থী তারা তাকে ভয় করবে। তিনি হবেন উপকারী বৃষ্টির মতো; সবাই তাঁর থেকে উপকার গ্রহণ করবে। তিনি এমন বৃক্ষের মতো যার পাতা কখনো ঝরে পড়ে না; যার ফল, পত্রপল্লব, ডাল, এমনকি কাঁটাও উপকারী। তাঁর চিত্ত সবসময় আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত থাকে, আল্লাহর স্মরণে তাঁর আত্মা প্রাশান্ত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলা সবসময় তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। [প্রাগুক্ত]

আমাদের সালফে সালেহীনগণ যুহ্দ-বিষয়ে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহকে সত্য ও সুন্দর এবং পবিত্রতা ও কল্যাণের পরিচালিত করতে সচেষ্ট থেকেছেন। যুহ্দ-বিষয়ে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.। তাঁর *'কিতাবুয্ যুহদ'*-এর দ্বিতীয় অংশের অনুবাদ আমি করেছি। মূলানুগ থেকেও সাবলীল অনুবাদ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। বইটি প্রকাশের সকল স্তরে যাঁরা শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

আবদুস সাত্তার আইনী
abdussattaraini@gmail.com
৩ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি.

সম্পাদকীয় ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথিবর্গের ওপর। যারা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন নববী আদর্শ ও শিক্ষার বাণী। যাদের জীবনাচারে উদ্ভাসিত হয়েছে কুল ধরণি।

সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন এই উম্মাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ব্যক্তিবর্গ। তারা রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সংস্পর্শলাভের সৌভাগ্য অর্জন করার সুবাদে পৌঁছতে পেরেছিলেন উন্নত আচার-আচরণ ও উৎকৃষ্ট স্বভাব-প্রকৃতির সর্বোচ্চ চূড়াতে। যেখানে পৌঁছা সত্যিই অকল্পনীয়। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের জন্য তাদের রেখে যাওয়া জীবনাচারের চিত্র ও পৃথিবীতে তাদের বসবাসের দৃশ্য অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।

যেসব গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের জীবনাচার সংরক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ রচিত *'কিতাবুয যুহদ'* হলো অন্যতম। এতে কেবল সাহাবায়ে কেরামই নয়; বরং নবিগণের জীবনাচারসহ সাহাবিদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবেয়িদের জীবনের কিছু ঝলকও আমরা দেখতে পাই। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ ইতিপূর্বে *'রাসূলের চোখে দুনিয়া'* নামে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এখন এর দ্বিতীয়াংশ *'সাহাবিদের চোখে দুনিয়া'* নামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই এর তৃতীয়াংশ তথা শেষ অংশটিও *'তাবেয়িদের চোখে দুনিয়া'* নামে প্রকাশিত হবে ইনশাল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তিনি আমাকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ এর মতো একজন মনীষীর রচিত বইয়ের সাহাবা অংশ, যা *'সাহাবিদের চোখে দুনিয়া'* নামে এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত, সম্পাদনা করার তাওফীক দান করেছেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমি যে কাজগুলো করেছি তা—সেইসাথে প্রয়োজনীয় আরও কিছু কথা—সংক্ষেপে পাঠকের সমীপে তুলে ধরছি :

- বাংলা অনুবাদকে মূল আরবীপাঠের সাথে মিলিয়ে দেখে দিয়েছি। ফলে

অনুবাদকের চোখ এড়িয়ে দুয়েক জায়গায়, যেখানে কোনো অংশ বাদ পড়ে গিয়েছিল, তা যুক্ত করে দিয়েছি। এবং যেখানে নির্ভুল ভাষান্তরে ত্রুটি থেকে গিয়েছিল তা শুধরে দিয়েছি।

- মারফূ হাদিসগুলো যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, তাই সেগুলোর সহজলভ্য সূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি। সেই সাথে চেষ্টা করেছি সেগুলোর সনদগত অবস্থানটাও স্পষ্ট করে দিতে। এর জন্য আমি নিজস্ব তাহকীকের ওপর নির্ভর না করে আস্থাশীল মুহাক্কিক মুহাদ্দিসদের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছি।

- অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এই গ্রন্থে কোনো কোনো বর্ণনা 'মাওকুফ' তথা সাহাবিদের কথা হিসেবে বর্ণিত হলেও অন্যত্র আবার সেটি হয়তো ওই সাহাবি থেকেই বা অন্য কোনো সাহাবি থেকে 'মারফূ' তথা সরাসরি নবিজীর কথা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে মূল বইয়ের বর্ণনার বিচারে একে মাওকুফ ধরে তার আর সূত্র উল্লেখ করা হয়নি, যেমনটা মারফূ বর্ণনা হলে করা হতো।

- অনুবাদে কোথাও দুর্বোধ্য পরিলক্ষিত হলে তা সহজবোধ্য করার এবং কোনো বাক্যকে জটিল মনে হলে তাকে সরল করার চেষ্টা করেছি। যাতে সাধারণ থেকে সাধারণ পাঠকের জন্যও বইটি পড়ে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার দরোজা খোলা থাকে।

- কিছু কিছু জায়গায় মূল গ্রন্থের ধারাবাহিকতা পরিপূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কারণ, একজনের জীবনীতে অন্য জনের আলোচনা চলে আসায় তা ঠিকঠাক করে যথার্থ জায়গায় প্রতিস্থাপন করতে হয়েছে। যেমন মূল বইতে সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জীবনীর কিছু অংশ চলে এসেছিল আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জীবনীতে। এই কাজটা শ্রদ্ধেয় অনুবাদক নিজেই করেছেন এবং কিছু কিছু জায়গায় টীকাতে তা বলেও দিয়েছেন।

- একজনের জীবনীর অধ্যায়ে অন্যের আলোচনা চলে আসা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও তা ঠিক করে যথার্থ স্থানে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কারণ, যার আলোচনা চলে এসেছে তার নামে আলাদা কোনো অধ্যায় মূল বইতে লেখক আনেননি। ফলে এমন জায়গাগুলোকে আপন অবস্থায় বহাল রাখা হয়েছে।

- এই অংশটি সাহাবিদের নিয়ে হলেও দু-তিন জায়গায় তাবেয়িদের আলোচনা চলে এসেছে। মূল বইয়ের অনুসরণে সেগুলোকেও আমরা আপন অবস্থায় রেখে দিয়েছি। সেগুলোকে সরিয়ে যথার্থ জায়গায় প্রতিস্থাপন করা যায়নি। কারণ, সেসব তাবেয়িদের জন্য আলাদা কোনো অধ্যায় লেখক রচনা করেননি।

 প্রয়োজনবোধে অনুবাদক মহোদয় কোথাও কোথাও টীকা সংযুক্ত করেছেন নিজের পক্ষ থেকে। যাতে করে দরকারি কোনো বিষয়ের বা কোনো শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা দিয়ে তা আরও সুস্পষ্ট করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন।

এই ছিল সম্পাদনাকর্মের মোটামুটি ফিরিস্তি। বইটিকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করতে আমরা সম্মিলিতভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। যাতে করে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ এর মতো একজন বিদগ্ধ সালাফের বইয়ের বাংলা-ভাষান্তরিত রূপে কোনো ভুলত্রুটি থেকে না যায়। তারপরেও অজান্তে যদি কোনো ভুল থেকে যায় তার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ভুলগুলো ক্ষমার চাদরে ঢেকে দেন। আমাদের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন। সেই সাথে এই বইয়ের উপকারকে ব্যাপক করে দেন। আমীন।

আশা করি এই বইয়ের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের হারিয়ে যাওয়া আদর্শগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হতে পারব। তাদের রঙে নিজেদের জীবনকে রঙিন করার সুযোগ পাব। তাদের রেখে যাওয়া পদাঙ্ক অনুসরণ করে পৌঁছে যেতে পারব জান্নাতের স্বপ্নিল ভুবনে। আল্লাহই সর্বোচ্চ তাওফীকদাতা।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ

- ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহাস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিমাস সালাম’/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিমুস সালাম’/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রহিমাহুল্লাহ’/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে কোনো সৎ ব্যক্তির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

একটি চাদর দুই জনে পরিধান করতেন

[১] রাফে বিন আবু রাফে বলেন, "আমি যাতুস সালাসিল যুদ্ধে আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গী ছিলাম। তাঁর গায়ে একটি ফাদাকি বস্ত্র[১] ছিলো। তিনি বাহনে আরোহণ করার সময় তা গায়ে চাপাতেন এবং আমরা বাহন থেকে নামলে দুই জনে মিলে তা পরিধান করতাম।"

কাঁদতে না পারলে কাঁদার ভান করা

[২] আরফাজাহ আস-সুলামি বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা কাঁদো; যদি কাঁদতে না পারো, অন্তত কাঁদার ভান করো।

মুমিন বান্দার পশম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩] ইমরান আল-জুনী বর্ণনা করেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমি যদি কোনো মুমিন বান্দার পার্শ্বদেশের একটি পশম হতাম!"

সুস্থতা ও স্বস্তির জন্য প্রার্থনা

[৪] আওসাত বিন আমর বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের এক বছর পর মদিনায় এলাম। তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মসজিদের মিম্বরে লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিতে দেখলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—প্রথম বছর আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তখন তিন বার চোখের অশ্রু তাঁর কণ্ঠ রোধ করে ফেললো। তারপর তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সুস্থতা ও স্বস্তি কামনা করো। কারণ, ঈমানের পরে সুস্থতা ও স্বস্তির চেয়ে বড় নেয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি। আর কুফরির পরে সন্দেহের চেয়ে ভয়ংকর কিছু

[১] ফাদাকি বস্ত্র : এ-বস্ত্রের কারণে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিন্দা করেছিলো। (অনুবাদক)

নেই। তোমরা সত্য অবলম্বন করো; কারণ, তা সততার দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং সত্য ও সততা উভয়টার স্থান জান্নাতে। তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকো; কারণ, তা পাপাচারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর এ উভয়টির স্থান জাহান্নামে।"

জিহ্বা মানুষকে অনিষ্টের দিকে টেনে নিয়ে যায়

[৫] যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলাম, তিনি তাঁর জিহ্বা টেনে ধরে বলছেন, "এটাই আমাকে ধ্বংস করেছে।"

মৃত্যুযন্ত্রণা এবং পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা কাফন

[৬] যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাদকৃত দাস আবদুল্লাহ আল-ইয়ামানি বলেন, যখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু উপস্থিত হলো, হযরত আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করলেন—

أعاذل ما يغنى الحذار عن الفتى...إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر

"হায়! যেদিন মৃত্যুকালে গলায় ঘড়ঘড় শব্দ উঠবে এবং বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যাবে সেদিন কোনো সাবধানতাই যুবকের পক্ষে কাজে আসবে না।"

তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, ও রকম নয় হে প্রিয় কন্যা; বরং বলো—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿٩١﴾

"মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে, যা থেকে তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছো।" [সূরা কাফ (৫০) : আয়াত ১৯]

তারপর বললেন, তোমরা আমার এই কাপড় দুটি নাও এবং ধুয়ে দাও। এ-দুটি কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন দিয়ো। মৃত মানুষের তুলনায় জীবিত মানুষের নতুন কাপড়ের বেশি প্রয়োজন পড়ে।"

তিনি কোনো সম্পদ রেখে যাননি

[৭] হাকাম বিন হাযন বলেন, "আল্লাহর কসম! আবু বকর একটি দিনার বা একটি দিরহামও রেখে যাননি। তিনি তাঁর মুদ্রা তৈরির ছাঁচও আল্লাহর জন্য দান করেছিলেন।"

মুসলমান প্রতিটি কাজে প্রতিদান লাভ করে

[৮] আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "মুসলমান প্রত্যেক কাজে সওয়াব পায়, এমনকি আকস্মিক আপদে; জুতায় ফিতা ছিঁড়ে গেলেও; কোনো বস্তু তার আস্তিনে ছিলো, তার মনে হলো যে সে তা হারিয়ে ফেলেছে, ফলে পেরেশান হয়ে খুঁজতে খুঁজতে দরজার খিলে তা পেয়ে গেলো, তার জন্যও সে সওয়াব পাবে।"

অপছন্দনীয় খাদ্য বমি করে ফেলে দিলেন

[৯] কায়স বলেন, "আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক জন দাস ছিলো। সে তার জন্য খাদ্য নিয়ে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস না করে তা খেতেন না, যদি তা খাওয়ার জন্য পছন্দনীয় হতো তবে খেতেন, অন্যথায় খাওয়া বাদ দিতেন। একরাতে তিনি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলেন এবং দাসকে না জানিয়ে কিছু খাদ্য খেয়ে ফেললেন। তারপর দাসকে জিজ্ঞেস করলে সে জানালো যে, ওটা এমন খাদ্য ছিলো যা তার অপছন্দনীয় হবে। আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করলেন এবং পেট খালি করে ফেললেন।"

সব সৃষ্টিই আল্লাহর যিকির করে

[১০] মাইমুন বিন মিহরান বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পূর্ণ ডানাবিশিষ্ট একটি কাক আনা হলে, তিনি সেটি ভালোভাবে পরখ করেন। এরপর বলেন, "কোনও প্রাণী শিকার করা ও কোনও গাছ কাটার মানেই হলো তাসবীহ্ পাঠ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করা।"[২]

মৃত্যুর পূর্বে সবকিছু দান করে দিলেন

[১১] হযরত আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি আমার উদ্দেশে বললেন, "আমি আবু বকরের পরিবারে এই গর্ভবতী উটনী ও গৌরবর্ণ গোলামের সম্পদটুকু ছাড়া আর কিছু আছে বলে জানি না। গোলামটি মুসলমানদের জন্য তরবারি বানাতো এবং আমাদের খেদমত করতো। আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি এগুলো উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পৌঁছে দেবে।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হলে তিনি বললেন, "আল্লাহ আবু বকরকে রহম করুন! তিনি তো তাঁর পরবর্তীজনকে জটিলতায় ফেলে গেলেন!"

---

[২] অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই যেহেতু আল্লাহর তাসবীহ পড়ে তাই তাদের বিনাশ করা মানেই তাসবীহ পাঠের বস্তুকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। তবে যদি প্রয়োজনের কারণে গাছ কাটা হয় তবে এতে কোন সমস্যা নেই। (সম্পাদক)

সচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা

[১২] কায়স বিন আবু হাযিম—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "হে প্রিয় আরব জাতি, আমি আশা করি আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সচ্ছলতাকে পরিপূর্ণ করে দেবেন। তখন তোমাদের যে-কেউ নিজের জন্য গমের রুটি চাইতে পারবে এবং সে চাইলে তার পরিবারকে বলতে পারবে, রুটির সঙ্গে ঘি দাও অথবা, রুটির সঙ্গে তেল দাও।"

যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকুই যথেষ্ট

[১৩] ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একবার সবার জন্য সমানভাবে বণ্টন করলেন। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি রাসূলের সাহাবিগণ ও অন্য লোকদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করলেন?" তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "দুনিয়া প্রয়োজনপূরণের জায়গা। সুতরাং যার দ্বারা সচ্ছলভাবে প্রয়োজন পূরণ হয় তা-ই উত্তম। আর রাসূলের সাহাবাগণের মর্যাদা তো আখেরাতে প্রতিদানপ্রাপ্তিতে।"

ফজরের নামায আদায়কারী আল্লাহর জিম্মাদারিতে থাকে

[১৪] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখতে গেলেন, তিনি তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁকে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি আমাকে উপদেশ দিন।" তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য দুনিয়ার ধন-দৌলত উন্মোচিত করে দেবেন; তা থেকে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনপূরণের জন্য যতোটুকু যথেষ্ট ততোটুকুই গ্রহণ করবে।

আর যে-ব্যক্তি ফজরের নামায (যথাসময়ে) আদায় করবে, সারা দিন সে আল্লাহর জিম্মাদারিতে থাকবে। সুতরাং আল্লাহর জিম্মাদারির ক্ষেত্রে তোমরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না। (ফজরের নামায ছেড়ে দিয়ো না।) তাহলে তোমাদের উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

হারাম খাদ্য বমি করে ফেলে দেওয়া

[১৫] মুহাম্মদ ইবনে সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'আমি আবু বকর—

রাদিয়াল্লাহু আনহু—ছাড়া এমন কাউকে জানি না যিনি খাদ্যগ্রহণের পর তা বমি করে ফেলে দিয়েছেন। একবার তাঁর সামনে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হলো। তিনি তা খেলেন। তারপর তাঁকে জানানো হলো যে, এই খাদ্যদ্রব্য ইবনে নুমান নিয়ে এসেছে। তখন তিনি বললেন, "তোমরা কি আমাকে ইবনে নুমানের গণকগিরি করে অর্জিত খাদ্য খাওয়াচ্ছো?" এ-কথা বলে তিনি (গলায় আঙুল ঢুকিয়ে) বমি করলেন।' বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে সিরীনের বাক্যগুলো এমনই, অথবা এর অনুরূপ।

সমস্ত সম্পদ দান করা এবং পুরোনো কাপড় দিয়ে কাফন পরানোর নির্দেশ

[১৬] আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমার পিতার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলো, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা, আমি তোমাকে খায়বারের খেজুর দিয়েছিলাম, অথচ তুমি তা নিতে চাচ্ছিলে না। আমি এখন চাচ্ছি যে, তুমি সেগুলো আমাকে ফেরত দাও।"

আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বললেন, 'আমি তখন কেঁদে ফেললাম। বললাম, বাবা, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। পুরোটা খায়বার যদি স্বর্ণ হতো তবুও আমি তা আপনাকে ফেরত দিতাম।' তিনি তখন বললেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা, তা আল্লাহ তাআলার হিসেবের মধ্যে রয়েছে। আমি কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলাম এবং আমার প্রচুর সম্পদ ছিলো। কিন্তু যখন খিলাফতের দায়িত্বে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, ভাবলাম, আমার যতোটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি সম্পদ আমি গ্রহণ করবো না। হে প্রিয় কন্যা, আমার সম্পদের মধ্যে রয়েছে এই কাতওয়ানি আলখাল্লা, একটি দুধ দোহনের পাত্র এবং একটি গোলাম। আমার মৃত্যুবরণ করার পর দ্রুত এগুলো উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে পৌঁছে দেবে। হে প্রিয় কন্যা, এগুলো হলো আমার কাপড়, তোমরা এগুলো দিয়ে আমার কাফন পরাবে।"

আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বললেন, 'আমি তখন কেঁদে ফেলে বললাম, বাবা, আমাদের তো এর চেয়ে বেশি কিছু আছে। (নতুন কাপড় কেনার সামর্থ্য আছে।) তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তা তো পরবর্তী মানুষদের বেশি প্রয়োজন।" আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, 'আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি ওই জিনিসগুলো উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "তোমার পিতা তাঁর ব্যাপারে কারও জন্য সমালোচনা করার সুযোগ রেখে যেতে চাননি।"

দোয়া কবুল হওয়ার একটি উসিলা

[১৭] সুনাবিহি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বকর